দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 13 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩

বিদ্যালয়ের মাঠে আবর্জনার ভাগাড়

টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা ও মির্জাপুর এস কে পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের খেলার মাঠটি আবর্জনার ভাগাড়ে পরিণত হইয়াছে। দীর্ঘদিন ধরিয়াই মাঠটিতে শহর ও পৌরসভার আবর্জনা ফেলা হইতেছে। ইহাতে ময়লা-আবর্জনার পচা দুর্গন্ধে এলাকার পরিবেশ বিষাইয়া উঠিয়াছে। পাশাপাশি শিশু-কিশোররাও বঞ্চিত হইতেছে ক্রীড়াচর্চা হইতে। উপরন্তু উপজেলা শহর ও ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক হইতে নিচু হওয়ায় সামান্য বৃষ্টি হইলেই মাঠটিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। শুধু মির্জাপুরেই নহে, সারা দেশেই দিনে দিনে খেলার মাঠসহ উন্মুক্ত জায়গার পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে। ইহাতে ক্রমেই সব বয়সী মানুষের খেলাধুলা, শরীরচর্চাসহ চিত্তবিনোদনের সুযোগ সংকুচিত হইতেছে। কয়েক দশক পূর্বেও মাঠ ছাড়া বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ছিল কল্পনাতীত। আর বর্তমানে কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের খেলার সুযোগ থাকিবার বিষয়টি বিজ্ঞাপন দিয়া প্রচার করা হয়। খোদ রাজধানীতেই এই সংকট তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। দেড় কোটি মানুষের এই মহানগরীতে খেলার মাঠ একেবারেই নগণ্য। রাজধানীতে এক সময় প্রতিটি ওয়ার্ডেই একাধিক খেলার মাঠ ছিল। কিন্তু বর্তমানে তাহা আর দেখা যায় না। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন হইতে জানা যায়, রাজধানীর ৯৩টি ওয়ার্ডে এখন খেলার মাঠ আছে সর্বসাকুল্যে ২২টি। ক্রমশই তাহা বেদখল হইয়া যাইতেছে। স্থানীয় প্রভাবশালীরা এইসব মাঠ দখল করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে দোকানপাট, গাড়ি পার্কিং ও রিকশা-ভ্যানের গ্যারেজসহ বিভিন্ন স্থাপনা। পাশাপাশি কিছু কিছু মাঠে যথেচ্ছভাবে ময়লা-আবর্জনা ফেলিতেও দেখা যায়। এই বাস্তবতায় বলা যায় রাজধানীর অনেক শিশু-কিশোর প্রায় গৃহবন্দি জীবনে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। বাহিরে খেলাধুলার সুযোগ না থাকায় শিশু-কিশোরদের মাঝে অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইতেছে টিভি, কম্পিউটার ও ভিডিও গেমস আসক্তি। ফলে ব্যাহত হইতেছে তাহাদের স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক বিকাশ। উপরন্তু সুষ্ঠু বিনোদনের অভাবে অনেকেই আবার মাদক ও বিভিন্ন অপরাধের সহিতও নিজেকে জড়াইয়া ফেলিতেছে।

দেশে এমনিতেই চাহিদা অনুযায়ী খেলাধুলার জন্য পর্যাপ্ত মাঠ নাই। অল্প সংখ্যক যাহা আছে, তাহাও যদি অবৈধ দখলের কারণে খেলাধুলা বা শরীর চর্চার অনুপযোগী হইয়া পড়ে—তবে তাহা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। শুধু শিশু-কিশোরদের খেলাধুলার স্বার্থেই নহে, স্বস্তিকর পরিবেশ বজায় রাখিতেও উন্মুক্ত স্থান ও পরিচ্ছন্ন মাঠ থাকা জরুরি। আমাদের জানা মতে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায়ও অনেকটা তাই। অতএব, এই ব্যাপারে কোনো অজুহাত চলিতে পারে না। আমরা চাই, অবিলম্বে বেদখল হইয়া যাওয়া মাঠগুলি উদ্ধারের পাশাপাশি যেইসব মাঠকে ময়লা-আবর্জনার ভাগাড়ে পরিণত করা হইয়াছে তাহা সংস্কার করিয়া খেলাধুলার উপযোগী করা হউক।